দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

05

কিণ্ডার গার্টেন ঃ নীতি ও নিয়ন্ত্রণ

এ কথা সকল মহলেই অবহিত যে, দেশের শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ পর্যায়ে নানা কারণে সমস্যার অন্ত নাই। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ও একইভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি দেখা যায়। এক সময়ে সরকার কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক বিতরণ করতেন এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সকল স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ারও অনুমতি পায় না। তাছাড়াও কিছু অনিয়ম দেখা যায়। অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির বিল সাধারণ হারে পরিশোধ করে থাকে কিন্তু কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো এসব বাণিজ্যিক হারে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এ থেকে মনে হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিণ্ডার গার্টেন বিষয়ে বিশেষ কিছু দেখাশোনা করে না।

জনসংখ্যার অনুপাতে রাজধানীতে স্কুলের সংখ্যা খুবই অল্প। বর্তমানে ঢাকায় ৩শ' ৩৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী মিলিতভাবে প্রায় ৩শ'টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা একান্তই অপ্রতুল। অবশ্য প্রায় দেড় হাজার কিণ্ডার গার্টেন স্কুল এই অপ্রতুলতা অনেকাংশে কমিয়েছে। গোটা দেশের কিণ্ডার গার্টেনের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। উল্লেখ্য যে, শুধু রাজধানীর দেড় হাজার কিণ্ডার গার্টেনে ৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রী তাদের লেখাপড়া শুরু করে। এতে অবশ্যই শহরে ছাত্র ভর্তি সমস্যার তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস হয়ে থাকে।

এতদসত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতিমালার অভাবে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে পাঠ্যসূচী অনুসরণে কোন সমন্বিত নিয়ম নাই। একেক স্কুল একেক রকম পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বই বিনামূল্যে সকল কিণ্ডার গার্টেনেই সরবরাহ করতেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে সরকার সকল কিণ্ডার গার্টেনে একই পাঠ্যসূচী অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কিছুটা শৃংখলা এলেও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতনের হার বৈষম্যপূর্ণ। একেক কিণ্ডার গার্টেনে একেক হারে ছাত্র বেতন নেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি রাজধানীর কোন কোন কিণ্ডার গার্টেনে প্রতি মাসে পাঁচ শ' টাকা হারে বেতন আদায় করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এ সকল স্কুলে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার মান সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক। এর কারণ কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো সবই ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং শিক্ষার মানের ক্ষেত্রেও সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কিণ্ডার গার্টেনের স্তর পার হওয়ার পর মাধ্যমিক স্তরে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া না দেওয়া সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের দোদুল্যমানতা অভিভাবকদের মাঝে বিশেষ দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষতঃ কিণ্ডার গার্টেনগুলোর উল্লিখিত শৃংখলাহীনতার কথা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাজনিত কারণে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের কথা বিবেচনা করে, আমাদের ধারণা, সরকারের উচিৎ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কিণ্ডার গার্টেনগুলোর উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা। তাহলে সরকারী, বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল এবং কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে একই নীতি-নিয়ম ও শৃংখলা স্থাপিত হবে। তার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিশেষ অবদান স্থাপিত হওয়া সম্ভব। দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বর্তমানে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর যে উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে, তাতে এ শিক্ষাকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে অবিলম্বে এ শিক্ষার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হওয়া খুবই প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।